তারিখ ... 30 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ .....

দন্ত চিকিৎসা শিক্ষার ব্যর্থতার দায় কার

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদে ব্যর্থতার কারণে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আধুনিক দন্ত চিকিৎসা তৃণমূলে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রত্যেকটি লোকই জীবনে এক বা একাধিক দাঁতের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। মানবদেহের অর্ধেকের বেশি রোগের উৎপত্তির কারণ হলো দাঁত ও মুখের অযত্ন-অবহেলা। এ কারণে পৃথিবীর সব দেশেই দন্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতির চিন্তা গৃহীত হয়েছে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে দক্ষ দন্ত চিকিৎসা ও পরিচর্যাবিষয়ক জনশক্তি। আবিষ্কার করা হয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ও চিকিৎসা পদ্ধতি। দ্রুততম সময় ও স্বল্প ব্যয়ে প্রতিটি মানুষের দাঁতের চিকিৎসা প্রদানে দুই ধরনের দন্ত চিকিৎসক জনশক্তি গড়ে তোলা হয়, বিশেষজ্ঞ বা গ্রাজুয়েট দন্ত চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়, ডেন্টাল কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজে। গ্রাজুয়েট দন্ত চিকিৎসকরা জটিল চিকিৎসার পাশাপাশি দন্ত চিকিৎসার মান উন্নতির লক্ষ্যে গবেষণা, প্রকাশনা ও অধ্যাপনা কাজে নিয়োজিত থাকেন।

বাংলাদেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ বাস করে গ্রামে। গ্রামের মানুষ যুগ যুগ ধরে ন্যূনতম দন্ত চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ডিপ্লোমা ডেন্টাল এ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স প্রশিক্ষণের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিষ্ঠা করা হয়নি কোন ডেন্টাল স্কুল, এমনকি মেডিক্যাল স্কুলে ডিপ্লোমা ডেন্টাল এ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স চালু করা হয়নি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও আইএলওর চাহিদাপত্র মোতাবেক একজন গ্রাজুয়েট দন্ত চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ৫ জন ডিপ্লোমা ডেন্টাল এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন হয়।

এই হিসাবে বাংলাদেশে বিগত বছরে প্রায় ৭০ হাজার ডেন্টাল এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশে মিড লেবেল দন্ত চিকিৎসকের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে অদ্ভুত নামের 'রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ'। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ ২৭ জুলাই ১৯৮৯ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে বর্তমানে এসে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা মেডিক্যাল টেকনোলজি (ডেন্টাল) নামে একটি কোর্স চালু করে। কোর্স পরিচালনা করা হয় ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে। সীমিত সংখ্যক আসন নিয়ে সরকারীভাবে ৮টি ইনস্টিটিউটে এ শিক্ষা কার্যক্রম অযত্ন-অবহেলায় গা ছাড়াভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

পৃথিবীর কোন দেশেই মেডিক্যাল টেকনোলজি (ডেন্টাল) নামে কোন কোর্স নেই। ফলে এই কোর্সের মান মর্যাদা কি হবে তা দেশে এখনও নিরূপণ হয়নি। বিদেশের প্রশ্নটি অবান্তর। বাংলাদেশে মেডিক্যাল এ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক ফুটপাথে, হাট-বাজার, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশনে প্রশিক্ষণবিহীন হাতুড়ে (কোয়াক) দন্ত চিকিৎসকদের কাছে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস করার অনুমোদন দিলেও রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ পরিচালিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ডেন্টালদের প্র্যাকটিস করার অনুমোদন প্রদান করেনি। ফলে আইনগত জটিলতার মধ্যে পড়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক হয়রানি, জেল-জরিমানার শিকার হচ্ছে। উন্নত বিজ্ঞানের যুগেও আমরা 'বাঙালী দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা জানে না' শীর্ষক প্রবাদবাক্য আক্ষেপের সঙ্গে শুনতে থাকব। মধ্যম মানের দন্ত চিকিৎসা ও পরিচর্যার কর্মী বাহিনী তৈরি করতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রতি বিভাগে একটি ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড। নখ দন্তহীন রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের ব্যর্থতা পুরো জাতিকে দাঁতহীন ভাঙ্গা মুখমন্ডল উপহার দিচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও আইএলওর নির্দেশনা উদাসীনভাবে গ্রহণের সংস্কৃতি বর্জন করতে হবে। তাদের সুপারিশ যথাযথ পালনের আন্তরিক মনোবাসনা জাগ্রত হওয়ার ওপরই নির্ভর করছে জাতির ধারাবাহিক দন্ত চিকিৎসা সেবাপ্রাপ্তির সমন্বিত সুযোগের নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র।

মোঃ আবুল হাসান ও খন রঞ্জন রায়
চকবাজার, চট্টগ্রাম

দৈনিক জনকণ্ঠ